টাঙ্গাইল-৪ উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল কাদের সিদ্দিকীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ও টাঙ্গাইল প্রতিনিধি | আপডেট: ১৯:৩৪, অক্টোবর ১১, ২০১৫

টাঙ্গাইল-৪ (কালিহাতী) আসনের উপনির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকীসহ তাঁর দলের চারজন প্রার্থী। আজ রোববার দুপুরে কালিহাতী উপজেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ মনোনয়নপত্র দাখিল করেন তাঁরা। দলের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে আজ এই চারজন ছাড়া আরও ছয়জন অর্থাৎ মোট ১০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। তাঁরা হলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী হাসান ইমাম খান (সোহেল হাজারী), স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুল আলীম, জাতীয় পার্টির (জেপি) সাদেক সিদ্দিকী, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্টের (বিএনএফ) আতাউর রহমান খান, জাতীয় পার্টির (এরশাদ) সৈয়দ মোস্তাক হোসেন রতন ও ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) ইমরুল কায়েস।

কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের একজন জ্যেষ্ঠ নেতা প্রথম আলোকে বলেন, মনোনয়ন বাতিলের আশঙ্কায় কাদের সিদ্দিকীসহ দলের চার নেতার মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে। অন্য প্রার্থীরা হলেন কাদের সিদ্দিকীর স্ত্রী বেগম নাসরিন সিদ্দিকী, দলের যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল সিদ্দিকী ও কালিহাতী উপজেলা কমিটির সভাপতি হাসমত আলী।

কাদের সিদ্দিকীর মনোনয়নপত্র বাতিল হলে তাঁর স্ত্রী ওই নির্বাচনে লড়তে পারেন। এর আগে ২০১৪ সালে টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনের উপনির্বাচনে ঋণখেলাপির দায়ে কাদের সিদ্দিকীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আজ বেলা দুইটার দিকে স্ত্রী নাসরিন সিদ্দিকীসহ জ্যেষ্ঠ নেতাদের নিয়ে কাদের সিদ্দিকী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্রগুলো জমা দেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মনোনয়নপত্র দাখিল উপলক্ষে দলীয় কার্যালয়ে উপস্থিত সমর্থকদের উদ্দেশে কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, ‘দেশ মানুষের হোক, মানুষের ইচ্ছায় দেশ চলুক, সে জন্যেই কালিহাতীর উপনির্বাচন একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ আমরা কালিহাতী থেকে শুরু করেছিলাম, দূষিত রাজনীতিকে সুস্থ করার লক্ষ্যে কালিহাতী থেকেই গামছা নিয়ে যুদ্ধ শুরু করলাম।’
কাদের সিদ্দিকী আরও বলেন, ‘দেশে ভোটারবিহীন নির্বাচনের যে অপসংস্কৃতি চালু হয়েছে তা এই নির্বাচনের মাধ্যমে চিরতরে বন্ধ হোক এবং মানুষ তার পছন্দমতো যেন প্রতিনিধি বেছে নিতে পারুক সেই পথ উন্মুক্ত করার জন্যই আমাদের দল এই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন ও সরকার তাদের অতীতের দুর্নাম ঘুচানোর সুযোগ গ্রহণ করবে বলে আশা করি।’

আগামী মঙ্গলবার মনোনয়ন পত্র যাচাই-বাছাই এবং আগামী ২১ অক্টোবর বুধবার প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন। আগামী ১০ নভেম্বর ভোট গ্রহণ।